ডাঃ বিকাশ কাপুর মেডিকায় অসাধ্যসাধন করছেন

ছোট্ট বেলার স্বপ্ন। ফুটবলার হওয়ার। সেই মতো পায়ে বল নিয়ে নিয়মিত প্র্যাকটিস। মাত্র ২১ বছরেই প্রমিসিং স্টার প্রবীর বেলেল। কিন্তু আচমকা অঘটন। খেলতে খেলতে শিরদাঁড়ায় আঘাত। খেলা প্রায় বন্ধের মুখে। প্রবীর ভর্তি হল মেডিকা সুপারস্পেশালিটি হসপিটালে। অর্থোপেডিক সায়েন্স বিভাগের ডিরেক্টর বিকাশ কাপুরের অধীনে। তিনিই প্রবীরের স্পাইন সার্জারি করলেন। যে স্বপ্ন একটা সময় প্রবীরের জীবনে দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছিল, তার চোখেই আবার আশার আলো। ডাঃ কাপুর আর প্রবীর দু'জনেই নিশ্চিন্ত। আবার তাঁকে বল পায়ে মাঠ দাপাতে দেখা যাবে। 'প্রবীর তো একটা উদাহরণ মাত্র। এরকম বহু পেশেন্ট আছে যাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যায় নানা শারীরিক আঘাতে। তাদের জীবনে বেনিফিট আনতেই রিকনস্ট্রাকশন সার্জারি। যেমন স্পোর্টস ইনজুরি। খুব সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু একে অবহেলা মানেই পার্মানেন্ট ড্যামেজ। শরীর-মন দুটোতেই'– জানালেন মেডিকার স্পোর্টস মেডিসিন স্পেশালিস্ট। তাঁর মতে, 'সঠিক সময়ে চিকিৎসা হলে আহত ব্যক্তি আবার আগের জায়গায় ফিরে যেতে পারেন। আঘাতও সারিয়ে তোলা সম্ভব। আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড়দেরই দেখুন। বেশ কয়েকজন তো জীবনঘাতী আঘাত থেকে ফিরে এসেছেন খেলার দুনিয়ায়।'

বাইচুং ভুটিয়া

স্পোর্টস মেডিসিন হেল্‌থ এবং স্পেশাল সার্ভিসের একটা অংশ। যা খেলাধুলো বা শরীরচর্চাজনিত আঘাতকে চিহ্নিত করে সারায়। শরীরকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসে। কমন স্পোর্টস ইনজুরির মধ্যে পড়ে কনকাশন, মাসল ক্র্যাম্পস্, এ সি এল স্প্রেনস্, অ্যাংকল স্প্রেনস্ আর শিন স্প্লিন্টস্।

এ সি এল বা অ্যান্টিরিওর ক্রুশিয়েট লিগামেন্ট স্প্রেন খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে ভীষণ কমন ইনজুরি। বাইচুং ভুটিয়া এবং অলিম্পিয়ান তীরন্দাজ দোলা ব্যানার্জির এই আঘাত সম্পূর্ণ সারিয়েছেন ডাঃ কাপুর। মেডিকায় তিনি এ সি এল রিকনস্ট্রাকশন সার্জারি করেন। মাত্র কয়েক মাস আগে। ডাঃ কাপুরের মতে, 'মেডিকা রিহ্যাব ইউনিটের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে পেশেন্টকে তার আগের জীবনে ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে।'

ইনস্টিটিউটের আর্থ্রাইটিসের চিকিৎসা ব্যবস্থাও আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এই রোগে জয়েন্ট এবং মাসলস্ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জয়েন্টে ইনফ্ল্যামেশন হয়ে এর কাজ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ৫০ পেরলেই বেশিরভাগ মানুষ এই রোগের কবলে পড়েন। রক্ত পরীক্ষা আর এক্স-রে করে ধরা পড়ে তাদের রোগ। রোগকে কোনওক্রমে ঠেকিয়ে রাখা হয় ওষুধ, ব্যায়াম, বিশ্রাম, ওজন হ্রাস, নিউট্রিশন আর বিশেষ ক্ষেত্রে সার্জারির মাধ্যমে।

দোলা ব্যানার্জি

মেডিকার চিকিৎসকেরা এ ক্ষেত্রে নি রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি করছেন। যথেষ্ট দক্ষতা আর সাফল্যের সঙ্গে। এই সার্জারি ক্ষতিগ্রস্ত হাঁটু বা তার চারপাশের ক্ষয়ে যাওয়া অংশ সারিয়ে ব্যথা কমায়। পেশেন্টও আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসেন। হাঁটু নিয়ে তাঁকে রোজ যুদ্ধ করতে হয় না। হাঁটাচলায় দ্রুততা ও স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে আসে। আর চোখের জলও ফেলতে হয় না।

টোটাল হিপ রিপ্লেসমেন্ট বা হিপ অর্থোপ্লাস্টি মেডিকার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই ধরনের সার্জারি হিপ জয়েন্টকে সারিয়ে তোলে। আর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত হিপ জয়েন্টকে রিপ্লেস করে। আর চারপাশের ক্ষয়ে যাওয়া অংশের মেরামত করে ব্যথা কমায়। ১৯৬০ সালে মেটাল বল আর প্লাস্টিক জয়েন্ট ব্যবহৃত হত হিপ জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের জন্য। এখন তার পরিবর্তে এসেছে ক্রোম, কোবাল্ট, টাইটেনিয়াম আর সেরামিক মেটিরিয়ালস-এর মিশ্রণ। নানা আকারে। বিভিন্ন ডিজাইনে।

কলকাতায় গুটিকয়েক ইনস্টিটিউশন আছে, যেখানে ইমেজ গাইডেড নেভিগেশন সিস্টেম চালু আছে। মেডিকা তার মধ্যে একটা। এই পদ্ধতি সম্প্রতি গাড়ি বা নৌকার দিক নির্দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি মনিটরে অপারেশনের সময় নির্দিষ্ট অঞ্চল এবং সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের পজিশন দেখতে সাহায্য করে। সার্জেন এর মাধ্যমে সূক্ষ্ম সার্জারির সময় দারুণ ভাল গাইডলাইন পান।

উপালি সাহা

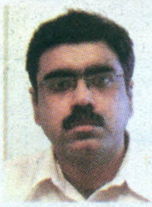

মেডিকা ইনস্টিটিউট অফ অর্থোপেডিক সায়েন্সেস-এর বিভাগীয় প্রধান **ডাঃ বিকাশ কাপুর**। এম এস(অর্থো), ফেলো স্পোর্টস মেডিসিন (সিঙ্গাপুর)। তাঁকে দেখাতে গেলে আসুন মেডিকা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল, ১২৭, মুকুন্দপুর, ই এম বাইপাস, কলকাতা-৭০০ ০৯৯। ফোন: (০৩৩)৬৪৬০-৪২৬০/৬৪৬০। ই-মেলে যোগাযোগ: contactus@medicahospitals.in। ওয়েবসাইট: www.medicahospitals.in

আপৎকালীন প্রয়োজনে যোগাযোগ: ৬৬৫২-০১০০।